A R M No. 105/2018

আদেশ নং-৮৭
তারিখ-৩১/০৩/২০২৬

অদ্য ডিক্রীদার পক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ২০/০৫/২০২৪ ইং তারিখের দরখাস্ত শুনানীঅন্তে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

ডিক্রীদার পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। নথি দরখাস্ত শুনানীর জন্য নেওয়া হলো।

দরখাস্ত বিষয়ে বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম।

অতপর নথি প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

ডিক্রীদার দরখাস্তকারী পক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধি এর আদেশ ৬ বিধি ১৭ তৎসহ অর্থঋন আদালত আইন ২০০৩ এর ৫৭ ধারার বিধান মোতাবেক মিস ৬৬/৯২ নং বন্ধকী মামলার আরজি সংশোধনের প্রার্থনা করেছেন।

ডিক্রীদার পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উপস্থাপন করেন যে, অত্র ডিক্রীজারি দরখাস্তের ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির চৌহদ্দি উল্লেখ না থাকায় জারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে পূর্বে ২২/১১/২০২১ ইং তারিখের ৫৩ নং আদেশমূলে উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নির্ধারণের জন্য একজন এডভোকেট কমিশনার নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত কমিশনার ২৮/০৩/২০২২ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন, নকশা ও স্কেচ ম্যাপসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করেন, যা ১৭/০৭/২০২২ ইং তারিখের ৬০ নং আদেশমূলে আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে ডিক্রীদারপক্ষ ১৬/০৫/২০২৩ ইং তারিখের এক দরখাস্ত দাখিল করিয়া ৩৩(৭) ধারার সার্টিফিকেটে ‘খ’ তফসিলে বর্নিত সম্পত্তির চৌহদ্দি সংযোজনের নিমিত্ত দরখাস্ত দাখিল করিলে, অত্রদালাত ১৮/০১/২০২৪ ইং তারিখের ৭২ নং আদেশে আরজি ও জারি দরখাস্ত সংশোধন ব্যাতিত বয়নামা সংশোধনের আইনগত সুযোগ নেই মর্মে দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে মূল মামলার আরজি সংশোধনের প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত আনয়ন করা হয়েছে।

বিজ্ঞ কৌসুলির বক্তব্য, দাখিলী দরখাস্ত ও সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ডিক্রীদার পক্ষ বিগত ২৫/১০/১৯৯২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭২(রাস্ট্রপতির আদেশ নং-১২৯/৭২ এর ৩৩ ধারার বিধান মতে দরখাস্তকারী ব্যাংকের পাওনা ৩,৪৩,৬২,৮৭৭/- টাকা আদায়ের নিমত্তে প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে খুলনা জেলায় অর্থঋন ২য় আদালতে মিস ৬৬/৯২ বন্ধকী মামলা দায়ের করেন। সংশোধনীর প্রার্থনায় আনীত তফসিলোক্ত সম্পত্তি উক্ত মামলার আরজিতে ‘গ’ তফসিল অন্তর্গত ছিলো মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে মামলাটি রায় হলে দরখাস্তকারী ব্যাংক ৭২/১৯৯৪ অর্থজারি মোকদ্দমা দায়ের করেন। তফসিলোক্ত সম্পত্তি ঢাকা জেলায় অবস্থিত হওয়ায় জারি কার্যক্রমের নিমিত্ত অত্রাদালতে খন্ড নথি প্রেরণ করা হয় যাাহ অত্রাদালতে অর্থঋন ডিক্রীজারি মামলা নং ১০৫/২০১৮ হিসাবে রেজিষ্ট্রিভূক্ত হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ‘খ’ তফসিলে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মূলত উক্ত ‘খ’ তফসিলোক্ত ২৬.৫০ শতক সম্পত্তির চৌহদ্দি না থাকায় জারি কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে এবং এডভোকেট কমিশনারের প্রদত্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে তফসিল সংশোধনের আবেদন করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো জারি মামলার বর্তমান অবস্থায় উক্ত কমিশন প্রতিবেদনের আলোকে মূল মামলার আরজির তফসিল সংশোধনের আইনগত সুযোগ রয়েছে কিনা।

এ বিষয়ে আদালতের অভিমত এই যে, দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৭ অনুসারে ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ এবং প্রকৃত বিরোধ নিষ্পত্তির স্বার্থে যেকোনো পর্যায়ে আরজি সংশোধনের সুযোগ রয়েছে, যদি উক্ত

সংশোধন মামলার প্রকৃতি পরিবর্তন না করে বরং বিদ্যমান ত্রুটি সংশোধন করে। একইভাবে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫৭ ধারার অধীনে আদালত প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে আমি মনে করি।

বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংশোধনের মাধ্যমে নতুন কোনো সম্পত্তি সংযোজন করা হচ্ছে না বা মামলার মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করা হচ্ছে না; বরং পূর্বেই তফসিলভুক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, যা ইতোমধ্যে আদালত কর্তৃক গৃহীত এডভোকেট কমিশনারের প্রতিবেদনে নির্ধারিত হয়েছে। অতএব, এই সংশোধন একটি ব্যাখ্যামূলক সংশোধন, যা জারি কার্যক্রম কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় ডিক্রীর বাস্তবায়ন ব্যাহত হবে, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে মর্মে বিবেচনা করি।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক আইনগত বিধান বিবেচনায় অত্র আদালত এরুপ মত পোষণ করেন যে, দরখাস্তকারীর আবেদন মঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

ডিক্রীদার পক্ষের দাখিলীয় ২০/৫/২০২৪ ইং তারিখের দরখাস্তটি মঞ্জুর করা হলো।

মূল মামলার আরজি বর্ণিত "গ" তফসিল সংশোধন পূর্বক এডভোকেট কমিশনারের প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত ২৬.৫০ শতক সম্পত্তির চৌহদ্দি সংযোজনের অনুমতি প্রদান করা হলো।

সংশোধন বিষয়ে সেরেস্তদার সংশ্লিষ্ট আরজি ও রেজিস্ট্রারে প্রয়োজনীয় নোট প্রদান করবেন।

আমার স্বহস্তে টাইফকৃত

মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থঋন আদালত নং-১, ঢাকা

মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থঋন আদালত নং-১, ঢাকা